যুগান্তর

তারিখ ..03 JUL 2005 ..
পৃষ্ঠা .. ১৪ কলাম .. ৭

রোধকল্পে মাস্টার প্ল্যান ঘোষণা

শিক্ষা ভবনে অনিয়ম-দুর্নীতি মন্ত্রী-ডিজির স্বীকারোক্তি

যুগান্তর রিপোর্ট

অবশেষে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) খোদ মহাপরিচালকই নানা অনিয়ম ও দুর্নীতির কথা স্বীকার করলেন। শিক্ষামন্ত্রীর সামনে স্বীকারোক্তির পরপরই এই অনিয়ম ও দুর্নীতি থেকে মুক্ত হওয়ার মাস্টারপ্ল্যানের কথাও তাকে জানানো হয়। শিক্ষামন্ত্রীও এখানকার অনিয়ম ও দুর্নীতির কথা স্বীকার করেন। শনিবার শিক্ষা ভবনে আয়োজিত মাউশি'র বর্তমান কার্যক্রম সম্পর্কিত একটি অনুষ্ঠানে তারা এই অনিয়ম-দুর্নীতির কথা স্বীকার করেন।

মাউশি'র মহাপরিচালক প্রফেসর দিলারা হাফিজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন শিক্ষা মন্ত্রী ড. এম ওসমান ফারুক। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি সামসুল আলম প্রামানিক এমপি, আবদুল গফুর ভূঁইয়া এমপি, সেলিম রেজা হাবিব এমপি, শিক্ষা সচিব ফারুক আহমদ সিদ্দিকী, শিক্ষক নেতা প্রফেসর এম শরিফুল ইসলাম, অধ্যক্ষ আবদুর রউফ, অধ্যক্ষ সেলিম ভূঁইয়া, অধ্যক্ষ সিএম মাহমুদ, মাওলানা সাব্বির আহমদ প্রমুখ। অনুষ্ঠানে মাউশি'র বর্তমান কার্যক্রম সম্পর্কিত প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন প্রফেসর মোরশেদ আলম।

অনুষ্ঠানে প্রফেসর দিলারা হাফিজ বলেন, শিক্ষা ভবনে নানা কাজের জন্য প্রতিদিন গড়ে ৬ থেকে ৭শ' লোক ভিড় জমান। তাদের ভিড়ে ও তদবিরে ঠিকমতো স্বাভাবিক কাজ করা যায় না। নানারকম দুর্নীতি-অনিয়মের অভিযোগ শোনা যায়। শিক্ষা ভবনের ভেতরে অবৈধভাবে লোকজন বসবাসও করত। তাদের উচ্ছেদ করা হয়েছে। বহুদিনের আবর্জনা, দুর্নীতি সবকিছু দূর করতে সময় লাগবে। তিনি বলেন, ভিজিটরদের টোকেনের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। প্রতিটি কাজের জন্য নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দেয়া হয়েছে। যেমন- বদলি কেস দু'সপ্তাহে শেষ করতে হবে। এর মধ্যে কাউকে মাউশি'তে আসতে হবে না। চাকরি নিয়মিতকরণ বছরে দু'বার করা হবে। এভাবে নির্দিষ্ট কাজ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ করার মাস্টারপ্ল্যান নেয়া হয়েছে। যাতে কোন অনিয়ম-দুর্নীতি না হয়। প্রতিটি বিভাগের কাজ ঠিকমতো হচ্ছে কিনা তা দেখার জন্য মনিটরিং ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। একটি অভিযোগ বক্স রাখা হয়েছে। এক সপ্তাহ পরপর এসব অভিযোগ দেখে সংশ্লিষ্ট বিভাগ ও কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া হবে। এসব পদক্ষেপ বাস্তবায়নের জন্য তিনি সবার সহযোগিতা কামনা করেন।

মাউশি'র বর্তমান কার্যক্রমের ওপর মন্তব্য করে শিক্ষা মন্ত্রী ড. এম ওসমান ফারুক বলেন, শরীরের বাইরের চামড়ার সৌন্দর্য ঠিক রেখে ভেতরে যক্ষার বীজ লালন করে যেমন কোন উপকার পাওয়া যায় না, তেমনি বর্তমান মাউশি'র গৃহীত পদক্ষেপ যেন সেরকম না হয় সেদিকে নজর দিতে হবে। মাউশি'র দুর্নীতির কথা স্বীকার করে তিনি বলেন, কাজ [illegible] না হওয়ায় [illegible] অভিযোগ ওঠে। কাজ ঠিক সময়ে হলে দুর্নীতি এমনিতেই বন্ধ হয়ে যাবে। প্রয়োজনে 'ওয়ান স্টপ সার্ভিস' চালু করতে হবে। এক প্রশ্নের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, মাউশি'র ওপর চাপ কমাতে 'নিম্ন মাধ্যমিক অধিদফতর' গঠনের জন্য সরকার চিন্তাভাবনা করছে। শিগগির এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে বলে তিনি জানান।

কর্মকর্তা-কর্মচারীরা হতাশ হলেন : গতকাল মাউশি'তে শিক্ষামন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্যরা ও শিক্ষা সচিবের আগমন উপলক্ষে সাজসাজ রব পড়ে যায়। বিভিন্ন ফ্লোরের বিভিন্ন অফিসে নতুন চেয়ার-টেবিল বসানো হয়। ধোয়ামোছা করা হয়। আবার কিছু কিছু প্রকল্পের অফিস রুমে গাদাগাদি করে পড়ে থাকা বস্তা, ফাইল, নথিপত্র ওই অবস্থায়ই থাকে। এসবেরই উদ্দেশ্য- শিক্ষামন্ত্রীসহ অন্যদের দেখানো। তাদের দুরবস্থার কথা জানানো। কিন্তু তাদের সেই আশা পূরণ না হওয়ায় তারা হতাশ